পুরুলিয়া থেকে কোটশিলা ডবল লাইন বসলে এলাকার চেহারা বদলে যাবে বলে আশাবাদী জয়পুরবাসী

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ এবারের রেল বাজেটে পুরুলিয়া জেলার বড় প্রাপ্তি হল পুরুলিয়া-কোটশিলা সিঙ্গেল লাইনকে ডবল লাইন করার কেন্দ্রিয় সিদ্ধান্ত। সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে এ কথা ঘোষণা করেন দক্ষিণ পূর্ব রেলের আদ্রা ডিভিশনের ডি আর এম শরদ কুমার শ্রীবাস্তব। এটি ছাড়াও পুরুলিয়া জেলার ঝুলিতে এসেছে আরও একটি রেললাইন। ঝাড়খন্ডের চান্ডিল থেকে বর্ধমান জেলার বার্ণপুর পর্যন্ত যে রেল করিডর এখন রয়েছে তার ঠিক পাশ বরাবর বসবে তৃতীয় রেললাইন। ১২৫ কিমি দীর্ঘ এই রেলপথের সিংহভাগ বিস্তৃত রয়েছে পুরুলিয়া জেলার মধ্যে। কিন্তু সেই তুলনায় পুরুলিয়া জেলাবাসীর কাছে তার চেয়েও বড় পাওনা হল পুরুলিয়া কোটশিলা সিঙ্গেল লাইন থেকে ডবল লাইন হওয়া। ৩৬ কিমি লম্বা এই রেলপথটিকে ডবল লাইনে রূপান্তরিত করতে খরচ ধরা হয়েছে ৩৩৮ কোটি টাকা। শুধুমাত্র পুরুলিয়া জেলার মধ্যে থাকা এই রেললাইনটি প্রথমে ছিল ন্যারোগেজ রেলপথ। এ বি এ গনিখান চৌধুরী রেলমন্ত্রী থাকাকালীন তা ব্রডগেজে উন্নীত হয়। কিন্তু তখন ওই রেলপথে বিদ্যুতের ব্যবস্থা না থাকায় একমাত্র স্টিম ও ডিজেল ইঞ্জিন দিয়ে ট্রেন চালানো হত। পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী হয়ে এই রেল করিডরে বৈদ্যুতিন ব্যবস্থা চালু করেন। কিন্তু এতদিন তা সিঙ্গেল লাইন থাকায় হাতে গোনা কয়েকটি ট্রেন চলতো। ফলে সেই এলাকার মানুষের কাছে রেল যোগাযোগ ছিল অতুলন। তাই দীর্ঘদিন ধরে পুরুলিয়া ১ ব্লক, জয়পুর ব্লক, ঝালদা ১ ও ঝালদা ২ ব্লক এলাকার বাসিন্দারা ডবল লাইনের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। অবশেষে তাঁদের সেই দাবি পূরণ হতে চলায় খুশি এলাকার জনসাধারণ। তবে এই রেলপথটি ডবল লাইনে উন্নীত হলে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবেন জয়পুর ব্লক এলাকার বৃহত্তর অংশের মানুষ। কারণ ঝালদা দিয়ে অন্য একটি রেলপথ দিয়ে দূরপাল্লার কয়েকটি ট্রেন ছাড়াও অনেকগুলি লোকাল ট্রেন চলাচল করে। ওই রেলপথটি ঝাড়খন্ডের বড় বড় কয়েকটি শহর ও সেই রাজ্যের রাজধানী রাঁচির সঙ্গে এলাকাবাসীর যোগাযোগ রক্ষা করে। তবে ঝালদা ও কোটশিলাবাসীর জেলা সদর পুরুলিয়া যাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ট্রেন না থাকায় এতদিন ভীষণ সমস্যা পোহাতে হত। ফলে এবারের রেল বাজেটে সিঙ্গেল রেল লাইনকে ভারতীয় রেল মন্ত্রকের ডবল লাইনে রূপান্তরিত করার পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন এলাকার মানুষ। এই রেললাইনের আশেপাশে থাকা বেশিরভাগ মানুষ যেহেতু কৃষিজীবী তাই তাঁদের উৎপাদিত ফসল দূরদূরান্তে গিয়ে বাজারজাত করা যাবে বলে অভিজ্ঞমহলের ধারণা। এ বিষয়ে জয়পুর বিধানসভার বিধায়ক শক্তিপদ মাহাতো বলেন, জয়পুর এলাকার মানুষ বহুদিন ধরে ডবল লাইনের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। এতদিনে সেই দাবি পূরণ হল। এ জন্য রেলমন্ত্রকের সিদ্ধান্তকে তিনি সাধুবাদ জানিয়েছেন। শক্তিবাবু বলেন, এর থেকে মানুষের কাছে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও সুগম হবে। এলাকার চাষি থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী বেকার ছেলে-মেয়েরা সবাই বাইরে গিয়ে কাজ করে রুজির মুখ দেখার বাড়তি সুযোগ পাবেন। জয়পুর-সহ কোটশিলা ও ঝালদা এলাকার অর্থনৈতিক অবস্থা আরও চাঙ্গা হবে। পুরুলিয়া জেলা বিজেপি'র নেতা তথা জয়পুরের বাসিন্দা শঙ্কর নারায়ণ সিংদেও তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেন, মানুষের সমস্যা এবং চাহিদা মাথায় রেখে ডবল লাইনের জন্য তাঁদের দল কেন্দ্র সরকারের কাছে বার বার আবেদন জানিয়েছিল। সেই আবেদনে রেলমন্ত্রক সাড়া দেওয়ায় কেন্দ্রের বর্তমান সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি। পুরুলিয়া কোটশিলা রেলপথটি ডবল লাইনে বাস্তবায়িত হয়ে গেলে এলাকার চেহেরা পাল্টে যাবে বলে তাঁর দাবি।

বাঁকুড়া শহরে আবর্জনা, আগুনে পোড়ায় নষ্ট হচ্ছে বাস্তুতন্ত্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বাঁকুড়া শহরের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য। এতে নষ্ট হচ্ছে সবুজ। শহরের বিভিন্ন এলাকায় পতিত জমিতে জমতে থাকা আবর্জনা থেকে রেহাই পেতে সেগুলিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। সেই আবর্জনা দীর্ঘ সময় ধাউ ধাউ করে জ্বলতে থাকে। এই আবর্জনার বেশিরভাগটাই পলিথিন ও প্লাস্টিক জাতীয় হওয়ায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে পুরো জায়গাটিতে। এর ফলেই আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেই সব জমিতে থাকা সবুজ। এতে মারা যাচ্ছে ব্যাঙ-সহ বহুপ্রাণীও। ফলে জীববৈচিত্র্যের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। এনিয়ে প্রতিবাদে সরব হয়ে উঠেছে পরিবেশবাদী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি। জেলার জনপ্রিয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা মাই ডিয়ার ট্রিড এন্ড ওয়াইল্ডস-এর সম্পাদিকা ঝর্ণা গাঙ্গুলী জানান, প্রতাপবাগান স্কুলডাঙ্গা, লালবাজার, আশ্রমপাড়া ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় নিয়মিত আবর্জনায় আগুন লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই আবর্জনার পোড়া ধোঁয়ায় এলাকার বায়ু দূষিত হচ্ছে, সবুজ নষ্ট হচ্ছে, কীটপতঙ্গ মারা যাচ্ছে এবং মাটির ক্ষতি হচ্ছে। এভাবে আগুন লাগানো ঠিক নয়। তাছাড়া এলাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে প্রচার চালানো হচ্ছে। এভাবে আগুন জ্বলতে দেখলে তা নিভিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। স্কুলডাঙ্গা মাঠপাড়ায় মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ মেস সংলগ্ন ফাঁকা জায়গায় আগুনের মাঝে পড়ে একটি কাঠবেড়ালির মৃত্যু হতে দেখা গেছে। মঙ্গলবার সরকারি আবাসন থেকে প্রতাপবাগান পার্ক যাওয়ার রাস্তার ওপর একটি ইংরাজি মাধ্যম স্কুল সংলগ্ন এলাকায় শুকনো পাতার স্তূপে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। সেসময় ওই রাস্তা দিয়ে বেশ কয়েকটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং অফিসযাত্রীরা পার হচ্ছিলেন। জুনবেলিয়ার সত্য লক্ষণ, অরবিন্দনগরের প্রতাপ পাল বলেন, জনবহুল রাস্তার ধারে এভাবে আবর্জনা পোড়ানো ঠিক নয়। এসব বন্ধ করা দরকার। শহরে যেসব জমি পতিত পড়ে থাকায় আস্তাকুঁড়ে পরিণত হচ্ছে তাদের মালিকদের তা পরিষ্কার রাখার জন্য পৌরসভার পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া প্রয়োজন। বাঁকুড়া পৌরসভার উপপৌরপ্রধান দিলীপ আগরওয়াল বলেন, এবিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এইসব পড়ে থাকা জমির বর্তমান মালিক কে তা বের করার চেষ্টা চলছে। এলাকাবাসীদের কাছে এই তথ্য জানতে না পারায় কাজে বিলম্ব ও জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। তবে বাঁকুড়া শহরকে নির্মল ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তোলার ক্ষেত্রে কোনরকম আপোষ করা হবে না।

পূর্ব বর্ধমান জেলার ১৪৬টি রাস্তার কাজের সূচনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাস্তার কাজের সূচনা অনুযায়ী পূর্ব বর্ধমান জেলার ২৩ টি ব্লকে ১৪৬ টি রাস্তার কাজে সূচনা হল। এদিন জেলার বিভিন্ন ব্লকে এবং বিধানসভা এলাকায় স্থানীয় বিধায়ক-সহ জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এই রাস্তার কাজের সূচনার অনুষ্ঠান হয়। কালনা ১ নম্বর ব্লকের সহজপুর রাস্তার কাজে সূচনা করেন রাজ্যের অন্যতম মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। উপস্থিত ছিলেন, পঞ্চায়েত সমিতির সভাধিপতি শ্রাবণী পাল, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক দেবলীনা সর্দার-সহ অনেকে। অন্যদিকে কাটোয়া মহকুমার কেতুগ্রামে উপস্থিত ছিলেন, জেলাশাসক অনুরাগ শ্রীবাস্তব। শক্তি করে উপস্থিত ছিলেন, জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ বাগবুল ইসলাম। এছাড়াও এখানে উপস্থিত ছিলেন, জেলা পরিষদের সদস্য গোলাম জাভেদি সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অদিতি বসু, স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান রবিদাস পরিষদের আরেক সদস্য অম্বিকা যশ-সহ অনেকে। শক্তিগড় আমরাগড় বড়শূল পর্যন্ত মোট পাঁচটি রাস্তার সূচনা হল এদিন। কালনা ১ নম্বর ব্লকে রাস্তায় সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবু টুডু, প্রণব রায়-সহ অনেকে। এছাড়াও মেমারির অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক রত্নেশ্বর রায়, জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ মোহাম্মদ ইসলাম-সহ অনেকে। মন্তেশ্বরে উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত জেলাশাসক প্রণব বিশ্বাস, স্থানীয় বিধায়ক সৈকত পাজা সমিতির পূর্ত দফতরের কর্মাধ্যক্ষ তড়িৎ কান্তিরায়, সহ সভাপতি স্বপন ঘোষ-সহ অনেকে। জামালপুরে কাজের সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, জেলা পরিষদের অতিরিক্ত জেলাশাসক বাসব চট্টোপাধ্যায়, উজ্জ্বল প্রামাণিক-সহ অনেকে। রাস্তার কাজের সূচনা লগ্নে জেলা পরিষদের পূর্ত দফতরের কর্মাধ্যক্ষ বাগবুল ইসলাম জানিয়েছেন যে, জেলা পরিষদের ১১২টি রাস্তা ও রাজ্যসড়ক যোজনা ১০৪ টি রাস্তার আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা করা হল। জেলা পরিষদ রাস্তা তৈরী করতে ব্যয় ধরা হয়েছে ৫২ কোটি টাকা আর সড়ক যোজনায় রাস্তা তৈরী করতে ব্যয় ধরা হয়েছে ১৯ কোটি টাকা অর্থাৎ মোট ৭১ কোটি টাকা ব্যয়ে দিনকার কাজের সূচনা রাস্তা কাজ সম্পন্ন হবে।

রিমোর্টে ব্লাড ব্যাঙ্কের উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ বাঁকুড়া জেলার আরও দুটি সরকারি হাসপাতালে ব্লাড ব্যাঙ্ক চালু হল মঙ্গলবার দুপুরে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নদীয়ার কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজ ময়দান থেকে রিমোর্ট কন্ট্রোলের মাধ্যমে ওন্দা ও ছাতনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের দুটিতে ব্লাড ব্যাঙ্কের উদ্বোধন করেন। বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে বহু আগে থেকেই ব্লাড ব্যাঙ্ক ছিল। বর্তমান রাজ্য সরকারের আমলে প্রথমে খাতড়া মহকুমা হাসপাতালে ও পরে বড়জোড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ব্লাড ব্যাঙ্ক চালু হয়েছিল। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও দুটি উদ্বোধন করায় জেলায় ব্লাড ব্যাঙ্কের সংখ্যা বেড়ে হল ৬টি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষ্ণনগর থেকে রিমোটে জেলার ব্লাড ব্যাঙ্ক দুটির উদ্বোধনের সময় ছাতনায় বাঁকুড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি অরূপ চক্রবর্তী, জেলাশাসক মৌমিতা গোদারা, ছাতনার প্রান্তন বিধায়ক শুভাশীষ বটব্যাল ও জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রসূন দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। প্রসূনবাবু জানান যে, এই ব্যাঙ্কগুলিতে ৬০০ ইউনিট করে রক্ত সংরক্ষণ করা যাবে। এই দুটি ব্লাড ব্যাঙ্ক চালু হওয়ায় ফলে জেলায় রক্ত সংরক্ষণের ক্ষমতা অনেকটাই বাড়ল।

ভাঙা ক্যানেল ব্রীজ, সমস্যায় মানুষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ইন্দাস ঃ বাঁকুড়ার পূর্বসীমান্তে সোনামুখী আর বি আই ডিভিশন (রাইট ব্যাঙ্ক ইরিগেশন ডিভিশন) এর মেন ক্যানেলের উপর ১৮০৩ নম্বর চেনের ক্যানেল ব্রীজটি গত কয়েকবৎসর যাবৎ ভয়াবশায় বিপদজনকভাবে পড়ে আছে। ইন্দাস সাব ডিভিশন (ইরিগেশন) এর অধীন রোল সেকশনের এই ভাঙ্গা সেতুটিকে বালির বস্তা, মোরাম কখনোওবা লোহার প্লেট দিয়ে দায়সারা মেরামতির কাজ করা হয়। ব্রীজটির উত্তরে পূর্ব বর্ধমান জেলার খন্ডঘোষ ব্লকে দাসপুরুরা গ্রাম ১ কিমির মধ্যে এবং কিছুদূরে বারিশালী, লোদনা, সোমাডাঙ্গা ইত্যাদি জনবহুল গ্রাম। বাঁকুড়া সীমন্তবর্তী ব্রীজটি হওয়ায় বাঁকুড়া জেলার রোল জিপির মানুষদের অধিকাংশ চাষের জমি আমন, বোরো ধান ও রবি চাষ এই সব জমিতে হয়। চাষের জন্য ট্রাক্টর পারাপার করতে গিয়ে ফসল তুলে আনতে প্রায় পূর্বদিকে ২ কিমি যাতায়াত করতে হয়। শুধু কৃষকরাই নন সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী, ছাত্র-ছাত্রীরা পূর্ব বর্ধমান জেলার এই সব গ্রাম থেকে নিত্যপ্রয়োজনে হাজারো মানুষ প্রতিনিয়ত যাতায়াত করেন। কারণ ইন্দাসের বাজার, হাসপাতাল, উচ্চবিদ্যালয়, কলেজ, রেলস্টেশন, ওষুধের দোকান, রোলের হাটবাজার, দাসপুকুর, বারিশালী গ্রামের মানুষদের যাওয়া-আসা সুবিধাজনক। কিন্তু এই ভাঙ্গা সেতু বিপদজনক হওয়ায় ঝুঁকি নিয়ে সবাইকে যাতায়াত করতে হয়। অনুরূপভাবে, বর্ধমান জেলার খন্ডঘোষ ব্লকের বেরুগ্রামের একটি ক্যানেলের ওপর বৃষ্টির অবস্থা ভঙ্গুর। অভিযোগ, মেরামতের কোন সদিচ্ছাই নেই। এ বিষয়ে আর বি আই সোনামুখী এঞ্জিকিউটিভ অফিসের ইন্দাস সাব ডিভিশনে সাধারণ মানুষের আবেদন সত্ত্বেও কোনও ব্যবস্থা আজ অবধি নেওয়া হয়নি। যদিও দপ্তরের পক্ষ থেকে কয়েকবার ছবি করা হয়েছে বলে জানা গেছে। ইরিগেশন অফিস সূত্রে জানা গেছে, খুব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু হবে। স্থানীয় বাসিন্দা সেখ সাহাজুল, সুভাষ রায় বলেন, আমরা এই সেতুটির মেরামতের জন্য বার বার সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জানিয়েও কোনও ফল পায়নি। তার মধ্যেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমাদের সেতু পারাপার করতে হচ্ছে। তাই আমরা ওই সেতুটির মেরামতের দাবি জানাচ্ছি।

বালি পাচারের প্রতিবাদ করায় মারধর

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর ঃ বালি পাচারের প্রতিবাদ করায় সোমবার রাতে পাত্রসায়রের মামুদপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের এক অঞ্চল সভাপতিকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে মাফিয়াদের বিরুদ্ধে। ওই অঞ্চল সভাপতির নাম তাপস বাড়ি। তাঁর বাড়ি স্থানীয় বলরামপুর গ্রামে। ওইদিন রাতে মামুদপুরে মেলা দেখতে যাওয়ার পথে তাঁকে আটক করে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজে রেফার করা হয়েছে। ঘটনায় ওইদিন রাতেই পুলিশ এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতের নাম মোহন ঘোষ। তার বাড়ি স্থানীয় শালখাঁড়া গ্রামে। পুলিশ জানিয়েছে, মামুদপুরে মারধরের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের পাত্রসায়ের ব্লক কার্যকরী সভাপতি পার্থপ্রতিম সিংহ বলেন, এলাকায় বেআইনি বালি মাফিয়াদের একটি চক্র সক্রিয় রয়েছে। দলের অঞ্চল সভাপতি তা নিয়ে প্রতিবাদ করায় তাঁকে মারধর করা হয়েছে। পুলিশকে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। দলের পাত্রসায়র ব্লক সভাপতি স্নেহেশ মুখোপাধ্যায় বলেন, এটি মেলাকে কেন্দ্র করে ঘটনা ঘটেছে। এর সঙ্গে বালি চক্র ও রাজনৈতিক কোনও যোগ নেই।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত-ই আমাদের আশ্রয় হোক

ড. অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

'যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি'–শিক্ষার আসল সত্য যিনি উচ্চারণ করেছিলেন, তিনি যথার্থই ছিলেন লোক-শিক্ষক। উনিশ শতকের বঙ্গসমাজ ও অবশ্যই সাধারণ মানুষ ছিলেন বিভ্রান্ত, বিমূঢ়, দোলায়িত-চিত্ত। এহেন অবস্থা থেকে যিনি মেলালেন, সব সত্যকে দিশা দিলেন জীবন প্রত্যয়ের, তিনি উনিশ শতকের আলোকোৎস ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। বচনে, প্রবচনে, নীতিকথায়, এমনকি অণুগল্পে কী সব দুরহ তত্ত্বকথা, ধর্ম, দর্শন সাধারণের কাছে, বিশিষ্ট জনের কাছেই ব্যাখ্যা করেছেন। একরাশ মুগ্ধতার সঙ্গে আত্মিকরণ করেছেন সুজন।

কামারপুকুরের বালক গদাধর পাঠশালায় পড়তে না গিয়ে কুমোর পাড়ায় গিয়ে প্রতিমা বানায়, পালাগানে অংশ নেয়, সাধুসঙ্গ করে, আবার পন্ডিতসভায় দুর্বোধ্য তর্ককে এক নিমেষে সুরাহা করে দেয়। দাদার হাত ধরে কামারপুকুর থেকে ঝামাপুকুর টোল, সেখান থেকে রানী রাসমনি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী মন্দিরে। এরপর কাছে আসা সাধারণ গৃহী ভক্তজনদের যেভাবে তাদের জিজ্ঞাসার নিরসন করতেন তাতে সব উপলব্ধিই গ্রহণীয়-আস্বাদ্য হয়ে উঠতো।

ঈশ্বর সাকার না নিরাকার? ঈশ্বরকে কি দেখা যায়? ভক্তদের প্রশ্নের উত্তরে তত্ত্বকথা না আউড়ে গল্পের আশ্রয় নিয়েছেন। ঠাকুর জানতেন সহজ সরল কাহিনীর রসালাপে সাধারণের কাছে তত্ত্বকথা পরিবেশন সম্ভব। সে ব্যক্তিই জানে যে তিনি নানারূপে দেখা দেন, নানাভাবে দেখা দেন, তিনি সগুণ আবার তিনি নির্গুণ।

গল্পগান অনুষঙ্গে কথকতার বিশেষ স্টাইলে ঠাকুর যখন বলতেন তখন তাঁর কথামৃত শোনার জন্য এক বিমুগ্ধভাব বিহ্বল পরিবেশের জন্ম হতো।

ছাত্র-শিক্ষক, জ্ঞানী-গুণীজন, সংসারী ও বিভিন্ন পেশাজীবী, এমনকি সাধারণ মানুষও ঠাকুরের কাছে পৌঁছে যেতেন এক চুম্বকীয় আকর্ষণে বার বার ফিরে এসেছেন এই অবতার বরিষ্ঠের কাছে।

কাশীপুর উদ্যানবাটিতে ঠাকুরের মর্ত্যলীলার শেষ দিনগুলোতে কী অসহ্যকর কষ্ট। কথা প্রায় বন্ধ। গলার যন্ত্রণায় বিদ্ধ। এককণা খাবারও খেতে পারছেন না। তবুও সমস্ত মুখ জুড়ে কী এক প্রশান্তি। ভক্তরা, এমনকি নরেনও চাইছেন ঠাকুর মায়ের কাছে বলে তাঁর যন্ত্রণা ঠিক করে নিন। এ কষ্টের উপসম হোক। শরীর ধারণ করলে শরীরে রোগ জরা ব্যাধি হবে, আবার একদিন এ দেহ ছেড়ে চলে যেতে হবে। এও ঠাকুরের শিক্ষা - জন্মিলে মরিতে হবে। জন্ম-মৃত্যু প্রকৃতির স্বাভাবিক রীতি।

সংসারে থেকেও পাঁকাল মাছের মতো ঈশ্বর প্রাপ্তির কথা বলে গেছেন। গৃহী মানুষ গার্হস্থ্যধর্ম পালন করেও রিপুর উর্দ্ধে উঠে সাধনমার্গে থাকতে পারে। এত সহজভাবে লোকসমাজকে আর কেউ আলো দেখাতে পারেননি।

মূল্যবোধের হ্রাস, নানান জড়বুদ্ধিতে আমরা আচ্ছন্ন। এই সংশয়কালীন অবস্থায় তাঁর কথামৃত-ই আমাদের আশ্রয় হোক।

জাতীয় সড়কে টাটাসুমোতে আগুন

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ পুরুলিয়ার কাঁটাডি এলাকায় একটি টাটাসুমোতে আগুন লাগার ঘটনায় সোমবার ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। জানা গেছে, এদিন দুপুরে পুরুলিয়া-জামসেদপুর ৩২ নং জাতীয় সড়ক দিয়ে জামসেদপুর থেকে ৫ জন যাত্রী নিয়ে ঝাড়খন্ডের ধানবাদ যাচ্ছিল একটি টাটাসুমো। ওই সময় আড়শা থানার কাঁটাডি রেল ক্রশিং-এর অদূরে ওই গাড়িটিতে হঠাৎ আগুন ধরে যায়। পরিস্থিতি বিপদজনক বুঝে টাটাসুমোর চালক পাঁচজন যাত্রীকেই গাড়ি থেকে নেমে যেতে বলেন। পুরুলিয়া থেকে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দমকলের একটি ইঞ্জিন। প্রায় এক ঘন্টার চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে এলেও গাড়িতে থাকা জিনিস ও ব্যাগপত্র ভস্মীভূত হয়ে যায়। আচমকাই ওই গাড়িটিতে কিভাবে আগুন লাগল তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে এলাকাবাসীর মধ্যে। ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

OUR SPECIALITY
সুচিকিৎসাই আসলকথা...
APEXX
আরামবাগ অ্যাপেক্স ডায়াগনস্টিক এণ্ড হেল্থ কেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড
১। ডায়াগনস্টিক বিভাগ
২। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুর চেম্বার
৩। ঔষধ দোকান
৪। শল্য চিকিৎসা বিভাগ
৫। জরুরী চিকিৎসা বিভাগ
৬। নার্সিং হোম
পি.সি.সেন মার্কেট দ্বিতল, লিঙ্ক রোড, আরামবাগ, হুগলী, পঃবঃ ৭১২৬০১
Ph. 03211-255867/256867
Mob. 9093965838
e-mail :abgapex@gmail.com
abgapexx@rediffmail.com
আরামবাগ